দৈনিক
ইনকিলাব

21 DEC 2005

বিনামূল্যের বই কালোবাজারে

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। গত বছর এই একই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর খোদ শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী নিজে পুলিশী অভিযান চালিয়ে এই তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। আবার সেই পুরানো তৎপরতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণের গেরোতে যথাপূর্বক ফাঁক রয়েই গেছে। আগামী পহেলা জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা রয়েছে। সময়মত বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানোর বিষয়টি অনিশ্চিয়তার মধ্যে রেখেই প্রতিবছর বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রির মাধ্যমে একশ্রেণীর মুনাফালোভী প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী অবৈধ উপায়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। ২০০৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১১৬ কপি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছে দেয়ার কর্মসূচী রয়েছে। কালোবাজারে বই বিক্রির বিষয়ে এনসিটিবি'র বক্তব্য হচ্ছে বই ছাপা হওয়ার পর দায়িত্ব অনুসারে প্রকাশকরা বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেয় এবং কালোবাজারে বই বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রীও কালোবাজারে বই বিক্রির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের দায়িত্ব নয় বলে জানিয়েছেন। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রকাশকরা সময়মত বই সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বছরের শুরুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানুয়ারী মাস পার হয়ে গেলেও হাতে বই পায়না বলে যে সংবাদ প্রতি বছর ছাপা হয়, সে সংবাদের সাথে আগাম কালোবাজারে বই বিক্রির খবরটি সঙ্গতিহীন। নির্দিষ্টসংখ্যক বই ছাপার টেন্ডার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে একটি কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা সাধারণ অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়ার পেছনে প্রকাশকদের কারসাজি নতুন বিষয় নয়। এ প্রক্রিয়া শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরেই বছরের পর বছর ধরে সংঘটিত হচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের শত শত কোটি টাকার সরকারী উদ্যোগের পেছনে মুনাফালোভী চক্র প্রথম থেকেই সক্রিয় রয়েছে। বিলম্বে বই পৌছানোর কারণে বছরের শুরুতে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিকল্প পথে চড়ামূল্যে বই কিনে নিজ সন্তানদের পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার উপায় অবলম্বন করে থাকেন। এই সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকে কালোবাজারীরা। একদিকে কালোবাজারে আগাম পাঠ্যবই বিক্রি হয়, অন্যদিকে শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাস পেরিয়েও শিশুরা সব পাঠ্যবই হাতে পায় না। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই একশ্রেণীর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও প্রকাশকদের দুর্নীতির জাল পাতা রয়েছে। এই ধারাবাহিক দুর্নীতির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে না পারলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য এর সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জনে একটি প্রধান অন্তরায়। কালো বাজারে বিনামূল্যের বই বিক্রি হওয়ার পেছনে সরকারের শিক্ষানীতিতে বিদ্যমান বৈষম্য অনেকাংশে দায়ী। দেশে বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সরকারী ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিনামূল্যের পাঠ্যবই পেলেও হাজার হাজার বেসরকারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী বিনামূল্যের বই থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব বেসরকারী বিদ্যালয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ও মানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নানা কারণে দেশের বেশীরভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন-এর উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বাড়ছে। এসব কিন্ডারগার্টেন নিজস্ব কারিকুলামের পাশাপাশি বোর্ডের নির্ধারিত বইগুলোও পড়িয়ে থাকে। এ জন্য কিন্ডারগার্টেনে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের হয় কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুকে ভর্তি দেখিয়ে বোর্ডের বই সংগ্রহ করতে হয়, নতুবা কালোবাজারে চড়ামূল্যে বিনামূল্যের পাঠ্যবই কিনতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বৈষম্যমুক্ত করতে না পারলে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক কালোবাজারে বিক্রি বন্ধ করার প্রশ্ন একটি অবান্তর প্রক্রিয়া। বর্তমান সরকারের আমলে সময়মত পাঠ্যবই সরবরাহে যথেষ্ট সতর্কতা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও কালোবাজারে বই বিক্রি হওয়ার ঘটনার মধ্যদিয়ে সেই সত্যই ফুটে উঠেছে। এর জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে সাথে সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহের আওতাভুক্ত করতে হবে এবং এসব বিদ্যালয়ের যথেচ্ছ টিউশন ফী ও কারিকুলাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান ও নৈতিক ভিত্তির উপর পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার মান ও সার্থকতা নির্ভর করে। একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই বৈষম্যহীন ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যসমৃদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষণে ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই বিনামূল্যের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক সব বিদ্যালয়ে পৌছানোর সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কালোবাজারে বিনামূল্যের বই বিক্রি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।